হাসান নাসের

# ওয়ার্ড ফর উইণ্ডোজ — একটি আধুনিক ওয়ার্ড প্রসেসর

পার্সোনাল কমপিউটারের সর্বাধিক ব্যবহৃত যে কয়েকটি কাজ হয়ে থাকে ওয়ার্ড প্রসেসিং নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে একটি। ম্যাকিনটোশ এবং আইবিএম বা আইবিএম কম্প্যাটিবল পিসির ব্যবহারকারী সকলেই বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রামের সাথে কম-বেশী পরিচিত।

ম্যাকিনটোশ ব্যবহারকারীদের কাছে সব চাইতে পরিচিত ওয়ার্ড প্রসেসর সম্ভবতঃ মাইক্রোসফট ওয়ার্ড। এটি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ওয়ার্ড প্রসেসর। আইবিএম এবং কম্প্যাটিবলের জন্য মাইক্রোসফট এই প্রোগ্রামটির একটি ডস ভার্সন তৈরী করে কিন্তু টেক্সটভিত্তিক প্রোগ্রাম হওয়ায় এটি থেকে ম্যাকিনটোশের প্রোগ্রামের মত সুবিধা পাওয়া যেত না।

পরবর্তীতে এর একটি উইণ্ডোজ ভিত্তিক ভার্সন বের হয় যার নাম ছিল 'মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ফর উইণ্ডোজ ভার্সন-১'। সম্প্রতি এর ভার্সন ২.০ বের হয়েছে। আমরা এখানে এই প্রোগ্রামটির ভার্সন ২.০ এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব।

প্রথমেই বলা ভাল যে, ওয়ার্ড ফর উইণ্ডোজ চালাতে কমপক্ষে ৮০২৮৬ মাইক্রোপ্রসেসর, ১ মেগাবাইট র‍্যাম, উইণ্ডোজ ৩.০, একটি হার্ড ডিস্ক, ইজিএ বা তার বেশী রেজোলুশনের মনিটর এবং একটি মাইক্রোসফট বা কম্প্যাটিবল মাউস দরকার। এটা ঠিক যে শুধুমাত্র ওয়ার্ড প্রসেসিং কাজের জন্য এত কিছু যোগাড় করতে বলা উচিৎ নয়, তবে যাদের কাছে এই হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারগুলো আছে, তাঁরা সহজেই ওয়ার্ড ফর উইণ্ডোজকে ওয়ার্ড প্রসেসিং-এর কাজে ব্যবহার করতে পারেন।

ওয়ার্ড ফর উইণ্ডোজ একটি উইণ্ডোজ ভিত্তিক প্রোগ্রাম হওয়ায় এটি উইণ্ডোজ প্রদত্ত সব সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। এটি চালাবার সময় ঠিক যেমনটি ছাপা হবে লেখাগুলো তেমনভাবেই স্ক্রীনে দেখায়, উইণ্ডোজের অন্যান্য প্রোগ্রাম থেকে খুব সহজে টেক্সট এবং গ্রাফিক্স নিয়ে আসা, উইণ্ডোজের জন্য ইনষ্টল করা ট্রু-টাইপ এবং অন্যান্য ফণ্ট ব্যবহার করা ইত্যাদি সুবিধাগুলো এতে পাওয়া যায় যা ডসভিত্তিক প্রোগ্রামে পাওয়া যায় না।

ওয়ার্ড ফর উইণ্ডোজ চালালে প্রথমে চিত্র-১ এর মত স্ক্রীন মনিটরে দেখা যাবে। এর কতগুলো অংশ উইণ্ডোজ ব্যবহারকারীদের কাছে পরিচিত। যথা, কণ্ট্রোল মেনু বক্স, টাইটেল বার, হরাই, জেন্টাল ও ভার্টিক্যাল স্ক্রল বার, ড্রপ ডাউন মেনু বার এবং ম্যাক্সিমাইজ ও মিনিমাইজ বাটন। এছাড়া যে অংশগুলো ওয়ার্ড স্ক্রীনে থাকে তা হলো একটি টুলবার, একটি রিবন, একটি রুলার, একটি ডকুমেন্ট উইণ্ডো এবং নীচে একটি ষ্ট্যাটাস বার। এবার আমরা পর্যায়ক্রমে এই অংশগুলোর কাজ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো।

কণ্ট্রোল মেনু বক্স ওয়ার্ড স্ক্রীনে দুটি থাকে। একটি ওয়ার্ড কণ্ট্রোল মেনু বক্স যেটি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড উইণ্ডোকে ছোট বা বড় করা, ওয়ার্ড থেকে বের হয়ে যাওয়া ইত্যাদি কাজ করে। অপরটি ডকুমেন্ট কণ্ট্রোল মেনু বক্স যেটি একটি নির্দিষ্ট ডকুমেন্ট উইণ্ডোকে ছোট-বড় করা বা দুই অংশে ভাগ করে দেয়া ইত্যাদি কাজ করে।

টাইটেল বারে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এবং ডকুমেন্টের নাম এই দুইটি লেখা থাকে। প্রয়োজন হলে ডকুমেন্ট টাইটেল বারকে ওয়ার্ড টাইটেল বার থেকে আলাদা করে ফেলা যায়। হরাই জেন্টাল ও ভার্টিক্যাল স্ক্রল বার একটি ডকুমেন্টের বিভিন্ন অংশ দেখার জন্য ব্যবহৃত হয়। ম্যাক্সিমাইজ ও মিনিমাইজ বাটনগুলো ওয়ার্ড স্ক্রীনকে বা ডকুমেন্ট উইণ্ডোকে বড় বা ছোট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ড্রপ ডাউন মেনু বারে যে আইটেমগুলো থাকে তার প্রত্যেকটিতে মাউস ক্লিক করলে একটি করে ড্রপ ডাউন মেনু পাওয়া যায়। এই মেনুর যে কোন আইটেমে হাইলাইট বারটিকে এনে মাউস বাটন ছেড়ে দিলে সেই আইটেমটি কাজ করে। এ ছাড়াও অনেকগুলো আইটেমের পাশে কী-বোর্ড শর্টকাট কি হবে সেটা দেয়া থাকে অর্থাৎ কী বোর্ডে ঐ কীগুলো চাপলে একই কাজ হবে। ফাইল আইটেমে ক্লিক করলে নতুন ফাইল বা টেমপ্লেট খোলা, বন্ধ করা, সেভ করা, প্রিন্ট করা বা ওয়ার্ড থেকে বের হওয়া সংক্রান্ত কমাণ্ডগুলো দেখা যায়।

এছাড়াও সর্বশেষ এডিট করা চারটি ফাইলের নাম দেখা যায় যেগুলোতে ক্লিক করেই ঐ ফাইল খোলা যায়। এডিট আইটেমে ক্লিক করলে কাট, কপি, পেষ্ট ইত্যাদি এডিটিং কমাণ্ডগুলো দেখা যায়। ভিউ আইটেমে ক্লিক করলে ডকুমেন্ট এবং ওয়ার্ড স্ক্রীনের বিভিন্ন অংশগুলো বিভিন্নভাবে দেখার জন্য যে কমাণ্ডগুলো দরকার সেগুলো দেখা যায়। এছাড়াও বিভিন্ন এডিটিং

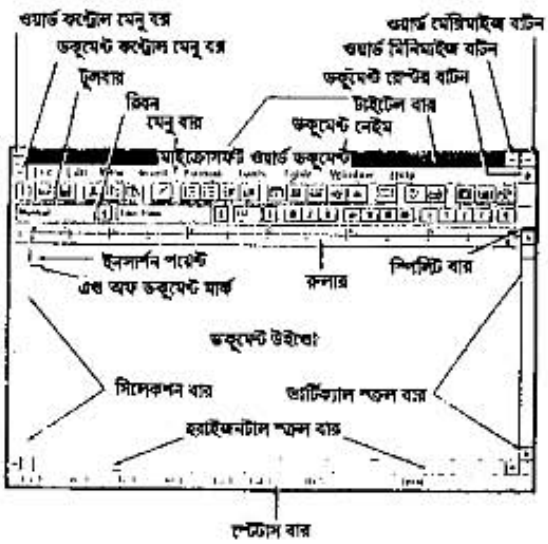


চিত্র - ১

ফীচার যেমন হেডার, ফুটার, ফুটনোট, অ্যানোটেশন এবং ফীল্ড কোডগুলো দেখা বা লেখা যায়। ইনসার্ট আইটেমে ক্লিক করলে ডকুমেন্টের নির্দিষ্ট জায়গায় কোন কিছু যোগ করার কমাণ্ডগুলো পাওয়া যায় যেমন পৃষ্ঠা নম্বর, তারিখ বা সময়, ফুটনোট, বুকমার্ক, কোন স্পেশাল ক্যারাক্টার, অন্য কোন ফাইল থেকে টেক্সট, ছবি, ফ্রেম বা অন্য কোন অবজেক্ট। অবজেক্ট বলতে ইকোয়েশান, মাইক্রোসফট ড্রয়িং, গ্রাফ, ওয়ার্ড আর্ট ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে যেগুলো অন্য প্রোগ্রাম দিয়ে তৈরী করতে হয়। এই প্রোগ্রামগুলোর মধ্যে অনেকগুলো ওয়ার্ড এর সাথে পাওয়া যায় এবং ওয়ার্ড ইনষ্টল করার সময় এগুলোও ইনষ্টল্ড হয়।

ফরম্যাট আইটেমে ডকুমেন্ট ফরম্যাট করা এবং বিভিন্ন ফরম্যাট অপশন ঠিক বা পরিবর্তন করার কমাণ্ডগুলো থাকে। এর মধ্যে রয়েছে ক্যারাক্টার, প্যারাগ্রাফ, ট্যাব, বর্ডার, শেড বা সেকশন লে আউট পরিবর্তনে অপশন। দরকার হলে এখান থেকে কোন নির্দিষ্ট অংশের টেক্সটকে অন্য কোন ভাষার টেক্সট হিসাবে চিহ্নিত করা যায় যাতে করে বানান এবং গ্রামার চেকার (যেগুলো ওয়ার্ডের সঙ্গেই থাকে) ব্যবহারের সময় ঐ ভাষার ডিকশনারী ব্যবহার করা যায়।

টুলস্ আইটেমে থাকে বানান এবং গ্রামার চেকার, থীসরাস হাইফেনেশন, বিভিন্ন ধরনের লিষ্ট তৈরী, রিভিশন মার্কিং করা অর্থাৎ কোন অংশ মোছা হয়েছে বা কোন অংশ যোগ করা হয়েছে সেগুলোকে মার্ক করে রাখা, ম্যাক্রো রেকর্ড করা বা চালানো ইত্যাদির কমাণ্ড। এছাড়া এনভেলপ প্রিন্টিং এবং ওয়ার্ডের বিভিন্ন অপশন সেট করার কমাণ্ডও এতে রয়েছে।

টেবল আইটেমে টেবল ও কলাম তৈরী এবং পরিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন কমাণ্ড রয়েছে। এখানে প্রয়োজন মত টেক্সটকে টেবলে পরিবর্তিত করার কমাণ্ডও রয়েছে। উইণ্ডো আইটেমে রয়েছে নতুন উইণ্ডো তৈরী করার কমাণ্ড যাতে একই ডকুমেন্টের অপর একটি অংশ দেখা যাবে। এতে আরও আছে উইণ্ডোগুলোকে সাজানোর এবং যে কোন উইণ্ডোকে অ্যাকটিভ উইণ্ডোতে পরিণত করার কমাণ্ড। সবশেষে রয়েছে হেল্প আইটেম যাতে বিভিন্ন রকমের হেল্প পাবার কমাণ্ডগুলো দেয়া আছে।

ওয়ার্ড স্ক্রীনে মেনু বারের নীচে থাকে টুলবার। টুলবারে বিভিন্ন চিহ্নযুক্ত কতগুলো বাটন থাকে যেগুলোতে ক্লিক করে কতগুলো কাজ খুব সহজে করা যায়। যেমন এনভেলপ বাটনে ক্লিক করলে 'ক্রিয়েট এনভেলপ' ডায়ালগ বক্সটি দেখা যাবে এবং সেখানে নাম ঠিকানা লিখে খুব সহজেই এনভেলপ ছাপানো যাবে। আবার প্রিন্ট বাটনে ক্লিক করলে ডকুমেন্ট প্রিন্ট করা শুরু হবে। টুলবারকে প্রয়োজনমত পরিবর্তন করে নিজের কাজের উপযোগী করে নেয়া যায়। টুলবারের নীচে বারটিকে বলে রিবন। এতে রয়েছে ফণ্টের নাম এবং সাইজ, বোল্ড, ইটালিক এবং আণ্ডারলাইন বাটন, অ্যালাইনমেণ্ট বাটন ইত্যাদি। রিবনের নীচে থাকে রুলার। এতে ইঞ্চি বা সেণ্টিমিটারের একটি স্কেল ছাড়াও কোথায় ট্যাবষ্টপ সেট করা হয়েছে তা দেখানো থাকে।

ডকুমেন্ট উইণ্ডোতে মূল লেখা বা টেক্সট অথবা গ্রাফিক্স থাকে। এর বাঁ পাশের একটি কলামকে সিলেকশন বার বলে, যেখানে ক্লিক করে কোন লাইন বা প্যারাগ্রাফকে ব্লক করা যায়। সবচেয়ে নীচে থাকে ষ্ট্যাটাস বার যেখানে ডকুমেন্ট সম্পর্কিত তথ্য যেমন কোন পেজ নম্বর, লাইন নম্বর এবং কলাম নম্বরে ইনসার্শন বার ইত্যাদি আছে। ইনসার্শন বার হচ্ছে ছোট একটা রেখা যেটা জ্বলে নিভে নির্দেশ করে কোন জায়গায় টেক্সট বা গ্রাফিক্স বসবে। ওয়ার্ড ফর উইণ্ডোজ একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ওয়ার্ড প্রসেসর এবং এর ব্যাপ্তি এত বেশী যে স্বল্প পরিসরে এর সব দিক নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। ওয়ার্ডের বিশেষ সুবিধাগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রিন্ট মার্জ ডকুমেন্ট তৈরী, জটিল টেবল ও কলাম তৈরী এবং অত্যন্ত উন্নত ফরম্যাটিং এর ক্ষমতা।

ওয়ার্ডের সাথে দুটি টিউটোরিয়াল প্রোগ্রাম দেওয়া থাকে। এদুটি হচ্ছে 'গেটিং স্টার্টেড' এবং 'লার্নিং ওয়ার্ড'। এ দুটি টিউটোরিয়াল প্রোগ্রাম থেকেই ওয়ার্ডের ব্যবহার অনেকখানি শেখা সম্ভব। এছাড়াও অনলাইন হেল্প তো রয়েছেই। অন্যান্য জনপ্রিয় ওয়ার্ড প্রসেসর প্রোগ্রাম ব্যবহার করে তৈরী করা ফাইল সহজেই ওয়ার্ডে ব্যবহার করা যায় বলে যাঁরা এখন অন্য ওয়ার্ড প্রসেসর ব্যবহার করছেন তাঁরাও মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ব্যবহার শুরু করতে পারেন। একবার এর ব্যবহার শিখে নিলে খুব সহজেই আপনি অত্যন্ত দৃষ্টি নন্দন ডকুমেন্ট তৈরী করতে পারবেন। ★